



A-level BENGALI

Paper 3 Listening Test Transcript

Monday 9 June 2025

Morning

Time allowed: 2 hours 30 minutes

NOT TO BE OPENED UNTIL AFTER THE EXAMINATION

Enclosed is a copy of the transcript of the text of the Listening Test. This packet must not be opened until after the examination.

After the examination, the transcript should be kept for future use by teachers.

Section A

Listening Transcript

(2 minutes and 15 seconds: tracks 2–17)

Question 01 গোয়ালবাড়ির জেলেপাড়া

- F2** নড়াইল উপজেলার একটি গ্রামের নাম গোয়ালবাড়ি। সেই গ্রামে দুইশোর বেশি পরিবার বসবাস করে। এদের মধ্যে দেড়শোর বেশি পরিবার নদী-নালা থেকে এক বিশেষ কৌশলে মাছ ধরে। জেলেদের বউয়েরা মাছ ধরার সরঞ্জাম জাল বোনে ও মেরামত করেন। আর পুরুষ জেলেরা নৌকা চালিয়ে মাছ ধরায় নিয়োজিত থাকলেও প্রধান কাজটা করে ভোঁদড়। ভোঁদড় স্তন্যপায়ী লোমশ প্রাণী। এরা সাঁতার ও মাছ ধরায় বেশ পটু। হাঁসের পায়ের মতো চ্যাপ্টা পায়ের পাতা এদের সাঁতার কাটতে খুব সাহায্য করে। জেলেরা এদেরকে পোষ মানিয়ে ও প্রশিক্ষণ দিয়ে মাছ ধরার কাজে লাগান।
- M2** বন বিভাগ সুন্দরবনের অভ্যন্তরের নদী বা খালে বিলুপ্তপ্রায় ভোঁদড় দিয়ে মাছ ধরতে শর্তযুক্ত নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। ফলে এক যুগেরও বেশি সময় ধরে অনেক জেলেই আর ভোঁদড় দিয়ে মাছ ধরেন না। প্রায় দেড়শো বছর ধরে জেলে পরিবারে এভাবে মাছ ধরা চলে আসছিলো। এক সময় জেলেদের কাছে আনুমানিক পাঁচশত ভোঁদড় দেখা যেতো। এখন অনেকেই তাঁদের পোষা ভোঁদড় বিক্রি করে দিয়েছেন। মাছ ধরার অনুমতি সীমিত হয়ে যাওয়ায় অনেক জেলেই বেকার হয়ে পড়েছেন।
- F2** সুন্দরবন কর্তৃপক্ষের ভাষ্য অনুযায়ী বিদেশি পর্যটকদের কাছে এই ঐতিহ্যবাহী মাছ ধরার পদ্ধতি তুলে ধরতে জেলেরা আবেদন করলে তারা অনুমতি দেয়। গত শতাব্দীর শুরুর দিকে চীন, মালয়েশিয়া ও ভারতের কিছু অঞ্চলে ভোঁদড় দিয়ে মাছ শিকার করা হলেও বর্তমানে একমাত্র বাংলাদেশেই অল্প পরিসরে টিকে আছে হাজার বছরের এই ঐতিহ্য।

(2 minutes and 32 seconds: tracks 18–32)

Question 02 বাঙালি সংস্কৃতি

- M1** সংস্কৃতি হলো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের মানুষের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা এক ধরনের প্রথা। মানুষ তার সংস্কৃতি দ্বারা প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রিত হয়।
- F1** বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাস প্রায় চার হাজার বছর আগের। এক সময় ভারত উপমহাদেশে সাংস্কৃতিকভাবে বাঙালিরা নেতৃত্ব দিয়েছে। অতীতে বাঙালি অধ্যুষিত ‘বঙ্গ’ উপমহাদেশীয় সংস্কৃতির রাজধানী থাকায় ভারত উপমহাদেশে বাঙালি সংস্কৃতির অনেক প্রভাব ছিলো। বঙ্গের বিস্তৃতি ছিলো পূর্ববঙ্গ ছাড়াও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসাম এলাকায়।
- M2** বাঙালি সংস্কৃতির উৎস ও বিকাশ কিন্তু গ্রাম কেন্দ্রিক। এর প্রমাণ মেলে উৎসব, ক্রীড়া ও বিনোদনে। তাই বাঙালিদের যেমন চোখে পড়ে মেলা, হালখাতা কিংবা নবান্নের উৎসবে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে তেমনি মাঝে মাঝে নৌকাবাইচ, লাঠিখেলা ইত্যাদি সর্বজনীন খেলাধুলায় যোগদানে।
- F2** গ্রামবাংলায় এক সমৃদ্ধ লোকশিল্পের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। মূলত প্রতিদিনকার প্রয়োজনই এই শিল্পের প্রেরণা। নকশা-আলপনা থেকে শুরু করে লোকচিত্র ও বয়নে লোকশিল্পের যে বিশাল জগত, তাতে গ্রামবাংলার লোকশিল্পীদের শিল্পবোধের পরিচয় চোখে পড়ে।
- M1** লোকসংস্কৃতি বাঙালি জীবনের এক অনন্য নিদর্শন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি যুগের গানের কথা বলা যায়। ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি’, যে গানটি আজ বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত, সেই গানটির সুর রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহের শিল্পী গগন হরকরার বাউল গান দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সৃষ্টি করেছিলেন।
- F1** এই বিশ্বায়নের যুগে কোনো সংস্কৃতিই বিচ্ছিন্ন নয়। সুদূর বিলেতে বসবাস করেও ব্রিটিশ বাঙালি বাংলা বছরের প্রথম দিনে স্বাদ নেয় পান্তা-ইলিশের, অক্সফোর্ডে বসবাস করেও আয়োজন করে নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতার। এ যে শিকড়ের টান!

Turn over ►

(2 minutes and 45 seconds: tracks 33–55)

Question 03 শাড়িতে ব্লক প্রিন্টের ফ্যাশন

- M1** কয়েকজন বাঙালি একসাথে হলেই পরিকল্পনা করেন দুধরনের উৎসব উদ্‌যাপনের। একটি ধর্মীয় উৎসব আর অন্যটি সাংস্কৃতিক। আর বাঙালির যেকোনো উৎসবেই পোশাকে থাকে বাড়তি আগ্রহ।
- F2** স্বাধীনতাপূর্ব পঞ্চাশের দশকে ফ্যাশন হাউজের ধারণা ছিলো না। ছিলো না ব্লক, স্ক্রিন প্রিন্ট বাটিকের কাজ শেখার কোনো প্রতিষ্ঠান। সেসময় ব্লক শিল্পে ব্লকের ডাইস হিসেবে সহজলভ্য আলু ব্যবহার করা শুরু হলো। বহু চেষ্টায় দশ-পনেরোটা শাড়ি তৈরি করে সপ্তাহে দুদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া ও শামসুন নাহার হলের সামনে বিক্রি করা হতো। আলুর ডাইস ও লাউয়ের বোঁটা দিয়ে ব্লক করা একটি শাড়ির মূল্য তখন ছিলো দশ-বারো টাকা।
- M2** বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত সকল তরুণীদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলো ব্লকের শাড়ি। ধীরে ধীরে কাঠের ব্লক তৈরি করার কৌশল পাওয়া গেলো। সাদা জমিনের শাড়ির আঁচল ও পাড়ে শোভা পেতে থাকলো ফুল, লতাপাতা আর জ্যামিতিক নকশা। ব্যাপক চাহিদা থাকার কারণে বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুত করা শুরু হলো এই ব্লকের শাড়ি। ঢাকা নিউ মার্কেটে এসব শাড়ির প্রথম শোরুম খোলা হলো।
- F1** উৎসব কেন্দ্রিক এসব শাড়ির নকশা সেসময়ে খুব সাড়া জাগিয়েছিলো। পহেলা বৈশাখকে মাথায় রেখে সুতির সাদা শাড়ি আর টুকটুকে লাল পাড় ও আঁচলের শাড়িও খুব জনপ্রিয়তা পেয়েছিলো তরুণীদের কাছে। ব্লকের ডাইস দিয়ে রঙিন বল-প্রিন্ট করা শাড়িগুলো লুফে নিয়েছিলেন তখনকার ফ্যাশন সচেতন নারীরা। ১৯৫৬ সালের দিকে ভাষা শহীদ দিবসকে উপলক্ষ্য করে এলো বর্ণমালাখচিত শাড়ি। শাড়ির নকশায় বাংলা বর্ণমালা আনলো এক অভিনবত্ব। শাড়ির বিশাল ক্যানভাস জুড়ে শোভা পেতে থাকলো ‘অ আ ক খ’। একুশের প্রভাতফেরিতে এই শাড়িগুলো তখন তুমুল সাড়া ফেলেছিলো তরুণীদের মধ্যে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া তরুণীদের জন্য আভিজাত্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায় এই শাড়ি। আজও বিশেষ দিনগুলোতে বাংলা বর্ণমালাখচিত পোশাকের খোঁজে বাঙালিরা ছুটে যান শোরুমগুলোতে।

(2 minutes and 45 seconds: tracks 56–80)

Question 04 বাংলা গানের সেকাল-একাল

- M1** কথা বলছি দুই প্রজন্মের দুজন সফল সংগীত শিল্পী অপর্ণা এবং রাফায়েল-এর সাথে। আজকের আলোচনা বাংলা গানের সেকাল-একাল সম্বন্ধে। আমাদের স্টুডিওতে আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি। অপর্ণা, আপনি শুরুতে বাংলা গানের সেকাল সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বলুন।
- F2** শ্রোতাদের ধন্যবাদ জানিয়ে শুরু করছি। আমি মনে করি আজও নব্বই দশকের বাংলা গানই কালজয়ী গান। সোনালী অতীতের যেসব গান কালজয়ী হয়েছে, সেসব গানের কথার গভীরতা অনেক। যিনি গান লিখতেন, তিনি প্রচুর সাহিত্য চর্চা করেই গান লিখতেন। সুরকারেরাও ছিলেন শাস্ত্রীয় সংগীতে পারদর্শী। ফলে বিভিন্ন রাগের আশ্রয় নিয়ে তাঁরা সুর সৃষ্টি করতেন। যা সহজেই শ্রোতার মন কেড়ে নিতো।
- M1** আচ্ছা, এবার আসছি রাফায়েলের কাছে। সমসাময়িক বাংলা গান সম্পর্কে আপনার মতামত কী?
- M2** সংগীতায়োজনে এই সময়ের বাংলা গানে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। ভালো আয়োজন অবশ্য আগেও ছিলো, তবে সেটা সহজ ছিলো না। এখন অনেক গ্যাজেট-অ্যান্ড-গিয়ারস পাওয়া যাওয়ায় এই বৈচিত্র্যটা চোখে পড়ার মতো। প্রযুক্তির কল্যাণে এখন যে কেউ ঘরে বসে কম্পিউটারে সফটওয়্যার ব্যবহার করে ইচ্ছামতো এক্সপেরিমেন্ট করে গানকে সমৃদ্ধ করার সুযোগ পান।
- M1** আলোচনার এই পর্যায়ে আমাদের সাথে টেলিফোনে যুক্ত হচ্ছেন একজন শ্রোতা। হ্যালো, আপনার নাম বলুন আর আপনি কোথা থেকে বলছেন?
- F1** আমি সুমনা, ঢাকা থেকে বলছি।
- M1** জী সুমনা, বলুন।
- F1** আমি মনে করি এখন রেকর্ডিংয়ের প্রযুক্তিগত সুবিধার কারণে সংগীতায়োজন আগে থেকেই করে রাখা যায়। কণ্ঠশিল্পী চাইলে একবারে গানটি না গেয়ে এক লাইন করেও গাইতে পারেন। এর ফলে গান রেকর্ড করার সময় যন্ত্রশিল্পীদের সঙ্গে কণ্ঠশিল্পীর যে একটি মেলবন্ধন ছিলো, এখন আর তা দেখা যায় না। দ্বৈতগানের ক্ষেত্রে দুজন শিল্পী এখন আলাদা সময়ে কণ্ঠ দিতে পারেন। আগে দ্বৈতগান রেকর্ডিংয়ের সময় নিজেদের মধ্যে একটা সমঝোতা থাকতো, সেটি এখন অনেক গানেই অনুপস্থিত।
- M1** অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ।

END OF SECTION A**Turn over ►**

Section C

Listening Transcript

(3 minutes and 02 seconds: tracks 81–99)

Question 06 বাংলাদেশের নির্বাচনী কাঠামো ও ব্যবস্থাপনা

- F1** বিশ্বে প্রধানত দুই ধরনের পদ্ধতিতে নির্বাচন হয়ে থাকে, একটি হচ্ছে ‘সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিজয়ী ব্যবস্থা’ আর অন্যটি ‘সংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধিত্ব’। বাংলাদেশের সংবিধানে কোন পদ্ধতিতে নির্বাচন করতে হবে তার উল্লেখ না থাকলেও বরাবরই ‘সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিজয়ী’ পদ্ধতিতেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে এসেছে। এ পদ্ধতিতে মোট ভোটারদের কম অংশের সমর্থন পেয়েও জয়ী হওয়া সম্ভব। এই পদ্ধতির একটি বড়ো দুর্বলতা হচ্ছে এটি সর্বস্তরের মানুষের সমর্থনকে নিশ্চিত করে না। যখন সবচেয়ে বেশি ভোট পাওয়া প্রার্থীই বিজয়ী হন এবং বাকিরা সবাই পরাজিত, তখন বিজয়ী হওয়ার জন্য সব ধরনের অনিয়ম ও অরাজকতার শুরু হয়। নির্বাচনে সাধারণত অপছন্দের প্রার্থীকে ‘না’ ভোট দেওয়ার সুযোগও রাখা হয় না।
- M1** অন্যদিকে ‘সংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধিত্ব’ পদ্ধতিতে ব্যক্তির বদলে মানুষ বিশেষ একটি দলকে ভোট দেয়। যে দল বেশি ভোট পায়, তারা যেমন সংসদে থাকে, তেমনি কম ভোট পেলে সেই দলেরও প্রতিনিধিত্ব থাকে। ফলে সংসদ হয় সর্বদলীয় ও এতে জনগণের মতামতের উপস্থাপনের সুযোগ থাকে।
- F2** সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিজয়ী দলের বাস্তবতা হলো যে, তারাই সরকার গঠন করে সংসদে যেকোনো আইন পাস ও নীতি নির্ধারণের অধিকার লাভ করে। বাংলাদেশের সংবিধান এবং জাতীয় সংসদের কাঠামোতে বিরোধী দল সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট কিছু লেখা নেই। বিরোধী দলের লক্ষ্য থাকে সরকারের দুর্বলতা জনগণের সামনে তুলে ধরা। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সংসদের বিরোধী দল কতোটুকু দায়িত্ব পালন করতে পেরেছে, তা প্রশ্নসাপেক্ষ।
- M2** এখন প্রশ্ন হচ্ছে একটি আদর্শ নির্বাচনী কাঠামো ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাংলাদেশ বহুদলীয় গণতন্ত্র নিশ্চিত করতে কতোটা সক্ষম হয়েছে। অনেকেই নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে। এর ফলে ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচনের সময় প্রভাব খাটানোর সুযোগ থাকবে না। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞদের কারো মতে, নির্বাচনের পদ্ধতিতেই গলদ রয়েছে। আবার কেউ বলছেন, পদ্ধতিতে তেমন কোনো সমস্যা নেই, সমস্যা ব্যবস্থাপনায়।

END OF RECORDING

There are no questions printed on this page

There are no questions printed on this page

Copyright information

For confidentiality purposes, all acknowledgements of third-party copyright material are published in a separate booklet. This booklet is published after each live examination series and is available for free download from www.aqa.org.uk

Permission to reproduce all copyright material has been applied for. In some cases, efforts to contact copyright-holders may have been unsuccessful and AQA will be happy to rectify any omissions of acknowledgements. If you have any queries please contact the Copyright Team.

Copyright © 2025 AQA and its licensors. All rights reserved.



2 5 6 A 7 6 3 7 / 3 / T